কলকাতা হাইকোর্টে
দেওয়ানী পুনর্বিবেচনা এক্তিয়ার
আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

সিও ১৩১৭ এর ২০২২
সাথে
সিএএন ৩ এর ২০২৩
শ্রী জয়ন্ত কুমার হালদার
বনাম
আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্য : শ্রী অমিতাভ রায়

শ্রী তমাল ব্যানার্জি

বিপরীত পক্ষ নং- ১৪ থেকে ১৬-র জন্য : শ্রী লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্য

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১৯.০৬.২০২৩

রায়ঃ ১৭.১০.২০২৩

বিচারপতি, শম্পা সরকার.:-

১। ডায়মন্ড হারবারের দ্বিতীয় অতিরিক্ত আদালতের বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র বিভাগ) কর্তৃক মালিকানা মামলা নং ১৫৩ এর ২০০৪ এ গৃহীত ১৮ই এপ্রিল, ২০২২-র আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারী উক্ত মামলায় বাদী নং ১ ছিলেন।

২। অভিযুক্ত আদেশের মাধ্যমে, বিদ্বান আদালত, আবেদনকারীর দ্বারা ৪ এপ্রিল, ২০২২ দায়ের করা একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, যাতে ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ এর ২৬১৫ নং দলিলের এল. টি. আই বই এবং স্বীকৃত দলিলের এল. টি. আই বই নং পাঠানোর অনুরোধ করা হয় নং ৫২৮ তারিখ ৪ নভেম্বর, ১৯২৯ থেকে ডি. আই. জি., সি. আই. ডি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো, আলিপুরের ভবানী

ভবন, দুটি নথিতে ধনপতি হালদার এবং মনোথা চন্দ্র হালদারের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপের তুলনা করার জন্য একটি প্রতিবেদনের জন্য। আবেদনকারী বারবার এই ধরনের আবেদন দাখিল করে কার্যধারা বিলম্বিত করার চেষ্টা করছেন বলে আদালত আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করে দেয়। আবেদনকারী ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ তারিখের দলিলে ধনপতি এবং মনমোথার আঙুলের ছাপ এবং স্বাক্ষর অস্বীকার করেছেন। বিবাদীরা এই দলিলের ভিত্তিতে মালিকানা দাবি করে।

৩। বিজ্ঞ আদালত আরও বলে যে, আবেদনকারীকে এলটিআই বই আনার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞ আদালত অনুসারে, ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৯ একটি আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে ইতিমধ্যে এলটিআই বই তৈরির পদক্ষেপ নিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, আবেদনকারী কর্তৃক উপস্থাপিত ১৯৩১ দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি স্বাক্ষরের তুলনার জন্য পাঠানো যায়নি।

৪। আবেদনকারীর মূল যুক্তি ছিল যে, বিজ্ঞ আদালত ২৯ জানুয়ারি, ২০১০, ১০০ নং আদেশকে উপেক্ষা করেছে, যা ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৯ আদেশের পরে পাস করা হয়েছিল। ২৯ জানুয়ারি, ২০১০, আদেশের মাধ্যমে, বিদ্বান আদালত নিজেই বাদীকে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে এলটিআই বইটি আহ্বান করার অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং, ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৯ আদেশটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার সময় নীচের বিদ্বান আদালত ভুলভাবে বলেছিল যে উক্ত আবেদনটি কার্যধারা বিলম্বিত করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল। মামলার বিষয়গুলি দুটি এলটিআই-এর তুলনায় একজন বিশেষজ্ঞের বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করবে। ধনপতি হালদার এবং মন্মোথ চন্দ্র হালদারের আঙুলের ছাপের বই/খণ্ডে, যেখানে দলিল নং ২৬১৫ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, ৪ নভেম্বর, ১৯২৯ তারিখের স্বীকৃত দলিলটি যে খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেই আঙুলের ছাপের সাথে মিলছে কিনা, তা বাদীপক্ষের মামলা প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রমাণ হবে কিনা।

৫। আবেদনকারী আরও বলেন যে ১৯৩১ সালের জন্য বই নং ১ ভলিউম নং ২৬ উপলব্ধ ছিল। ২০১৯, আবেদনকারী ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপির জন্য আবেদন করেছিলেন যা আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছিল। এটি কার্যধারাতেও দায়ের করা হয়েছিল।

৬। মামলার প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদী নং ৪ এর উত্তরাধিকারী, বিপরীত পক্ষ নং ১৪-১৬ এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্য আবেদনকারীর আবেদনের বিরোধিতা করেন। বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে, বিদ্বান আদালত আবেদনকারীকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিল এবং ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ তারিখের নিবন্ধিত দলিলের বিষয়ে এলটিআই বই তলব করার আদেশ জারি করেছিল। এটি আলিপুরের সাব-রেজিস্ট্রার দ্বারা উপস্থাপিত হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত রেকর্ডগুলি প্রকাশ করে যে অনুপস্থিত পরিমাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

৭। শ্রী ভট্টাচার্য আরও বলেন যে, ২০১০ বিদ্বান বিচার আদালতের আদেশ অমান্য করার জন্য আবেদনকারীর মামলাটি কিছু সময়ের জন্য খারিজ করা হয়েছিল। আবেদনকারী একজন পরিশ্রমী মামলাকারী ছিলেন না। আবেদনকারী ক্রমাগত তুচ্ছ আবেদন দাখিল করে মামলাটি বিলম্বিত করার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩১ দলিলের অস্তিত্ব পরবর্তী মামলায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে আবেদনকারী পক্ষ ছিলেন না। মামলার এমন একটি উন্নত পর্যায়ে, আবেদনকারীর দাখিল করা আবেদন মঞ্জুর করা কেবল একটি অসার মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বের সমান হবে এবং এই ধরনের বিলম্ব বিবাদীদের অপূরণীয় ক্ষতি এবং আঘাতের কারণ হবে। বিবাদীরা ১৯৩১ সালের দলিলের ভিত্তিতে বৈধভাবে অর্জিত তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন।

৮। মামলার বাস্তবতা হল, আবেদনকারী নং ৩৫ থেকে ৬১ বিরোধী পক্ষের সঙ্গে মিলে ৮২০ নং প্লটে ৩০ দশমিকের অধিকার, মালিকানা, সুদ এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন, যার মধ্যে ৮১৮ নং প্লটে ১৬ দশমিকের মোট সংখ্যা ছিল ৪৬ দশমিক, যা ছিল মুজা, মহেশনগর, থানা, মাগরাহাট (পূর্বে), মন্দিরবাজার (বর্তমানে), ডাকঘর-বঙ্গবেরিয়া, জেলা-২৪ পরগনা-দক্ষিণ। বাদীরা যুক্তি দেখান যে, ধনপতি হালদার এবং মনোথা চন্দ্র হালদার ১৯২৯ নভেম্বরের কোনো এক সময়ে জ্যোতিন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের পক্ষে অন্যান্য সম্পত্তি সহ মামলা সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন। তারপর ১৯৩১ সালে বন্ধক থেকে সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়া হয়। বন্ধক রাখার পর ধনপতি ও মনমোথা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা মামলা-মোকদ্দমার মালিক ছিলেন। মনমোথা, ধনপতি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা মামলা-মোকদ্দমার সম্পত্তি সহ তাঁদের সমস্ত সাধারণ সম্পত্তির ক্ষেত্রে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ বিভাজন ঘটান। প্লট নম্বর ৮৩৯ সুরেন্দ্র নাথ হালদারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং সুরেন্দ্র নাথ হালদারের নাম পুনর্বিবেচনামূলক সমঝোতায় নথিভুক্ত করা হয়। প্লট নম্বর ৮২০ এবং ৮১৮ এ ধনপতির অংশ তাঁর পুত্র সতীশ চন্দ্র হালদারের উপর ন্যস্ত করা হয়। এইভাবে সতীশ চন্দ্র হালদার এবং মনমোথা উক্ত প্লটের রেকর্ডকৃত মালিক হিসেবেই থেকে যান, কিন্তু জ্যোতিন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, হিরণ্ময়ী ভট্টাচার্য, ভূদেব ভট্টাচার্য এবং অনাদি ভট্টাচার্যের নাম ভুলভাবে অধিকারের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সতীশ চন্দ হালদার বাদী নং ৩ (কমল কান্তা হালদার) কে রেখে মারা যান। বাদী নং ৩ সতীশ চন্দ্র হালদারের অংশে অধিকার, মালিকানা এবং সুদ অর্জন করেন যা মূলত ৮২০ এবং ৮১৮ নং প্লটে ধনপতি হালদারের মালিকানাধীন ছিল। মনোথা হালদার বাদী নং ১,২ এবং ৬ কন্যাকে রেখে মারা যান যারা বাদী নং ৪-৯ ছিলেন। এই মেয়েরা, অর্থাৎ বাদী নং ৪-৯ তাদের ভাইদের পক্ষে তাদের অংশ আত্মসমর্পণ করেছিল। বাদীরা দখলে ছিল। যেহেতু বিবাদীরা প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে দাবি তোলার চেষ্টা করছিল এবং বাদীদের দখলকে বিঘ্নিত করছিল, তাই অধিকার, শিরোনাম, স্থায়ী সুদ এবং নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল আরও অভিযোগ ছিল যে বিবাদীরা ভুল করেছিল এবং জালিয়াতি অনুশীলন করে পুনর্বিবেচনামূলক সমঝোতায় তাদের নাম নথিভুক্ত করেছিল।

৯। শুধুমাত্র বিবাদী নং ৪ লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলাটির বিরোধিতা করেন। আসামীর নির্দিষ্ট মামলাটি ছিল যে ধনপতি ও মনোথা দ্বারা জ্যোতিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে মামলার সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়েছিল। এরপরে, সম্পত্তি বন্ধক থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং ধনপতি ও মনোথা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের সঠিক মালিকানা ও দখল ফিরে পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ধনপতি ও মনোথা অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ হস্তান্তরের দলিলের মাধ্যমে হরিপদ ভট্টাচার্যের কাছে মামলা সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। হরিপদ ভট্টাচার্য উক্ত সম্পত্তির সঠিক মালিকানা এবং সুদ অর্জন করেছিলেন। হরিপদ ভট্টাচার্য চার পুত্র, উপেন, অমর, ভূপেন, রেখে মারা যান বিনয়। ভুপেন এর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি তাঁর সন্তানদের উপর ন্যস্ত হয়, যারা হলেন

সুধীর, তারানী ও তারোন। তারানীর মৃত্যুর পর তারানীর অংশ শ্রীমতী দুর্গাবালার উপর ন্যস্ত হয়। বিনয়ের মৃত্যুর পর তাঁর অংশ শ্রীমতি কালিদাসী ও পুত্র ফানি ভূষণের উপর ন্যস্ত হয়। সেই অনুযায়ী, হরিপদ ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকারীরা স্যুট প্রাঙ্গণের মালিকানা অধিকার অর্জন করেন। হরিপদ এর উত্তরাধিকারীরা জ্যোতিন্দ্র, সতীশ, শ্রীশ এবং মোহন ভট্টাচার্যের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। ধনপতির উত্তরাধিকারীদের স্যুট সম্পত্তির বিষয়ে কোনও অধিকার ছিল না এবং সম্পত্তি জ্যোতিন্দ্র, সতীশ, শ্রীশ এবং মোহনের উত্তরাধিকারীদের উপর ৬ই জানুয়ারি, ১৯৮১ এবং ২১জুলাই, ১৯৯৩ উপহার দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়। বিবাদীরা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার, স্বত্ব ও সুদ অর্জন করেছে। বিবাদীদের স্বার্থে পূর্বসূরীর সঠিক স্বত্ব ও স্বার্থ টাইটেল স্যুট নং ৮১৮ এর ১৯৪৭ মালিকানা মামলায়ও বহাল রাখা হয়েছে। টাইটেল স্যুট নং ২১০ এর ১৯৯৮ শিরোনাম মামলা যা মূলত বাদীদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল তা ডায়মন্ড হারবারের ৩য় আদালতের বিদ্বান সিভিল জজ জুনিয়র বিভাগের আদালতে এবং তারপরে ডায়মন্ড হারবারের ২য় অতিরিক্ত আদালতের বিদ্বান সিভিল জজ জুনিয়র বিভাগের আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। উক্ত মালিকানা মামলাটি মালিকানা মামলা নং ১৫৩ এর ২০০৪ মালিকানা মামলা হিসাবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছিল। বিবাদীরা উক্ত মামলা সম্পত্তির দখলে ছিল এবং তাদের নাম অধিকারের রেকর্ডে প্রবেশ করা হয়েছিল।

১০. এইভাবে, আবেদনগুলি প্রকাশ করবে যে বাদী এবং বিবাদী উভয়ই মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে সঠিক মালিকানা এবং সুদ দাবি করে। যদিও বাদী মামলাটি ছিল যে ধনপতি এবং মনমোথার উত্তরাধিকারীরা উক্ত সম্পত্তির পরে প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার, মালিকানা এবং সুদ অর্জন করেছিলেন ধনপতি এবং মনমোথা দ্বারা তৈরি বন্ধক থেকে মুক্তি পেয়েছিল,

বিবাদীরা তাদের পূর্বসূরী হরিপদ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে এবং ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ তারিখের বিক্রয় দলিল এবং পরবর্তী বিক্রয় ও উপহারের ভিত্তিতে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ দাবি করে। যখন বাদী প্রথমবারের মতো লিখিত বিবৃতি থেকে কথিত স্থানান্তর সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন ৬ জানুয়ারী, ১৯৮১ তারিখের উপহার দলিল এবং ১২ মে, ১৯৮৮ এবং ২১ জুলাই, ১৯৯৩ তারিখের বিক্রয় দলিলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরজি সংশোধনের জন্য একটি আবেদন দাখিল করা হয়।

১১। সংশোধনের জন্য উক্ত আবেদনটি ৩১ আগস্ট, ২০০৫ একটি আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং বাদীরা সংশোধিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী আসামী অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছিলেন। যদিও ৪ নং বিবাদী ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ কথিত বিক্রয় দলিলের উপর নির্ভর করেছিলেন, তবে মূল দলিলটি নীচের বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি। বিবাদী দলিলটির একটি হাতে লেখা প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করেছিলেন। বাদীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাদীদের পক্ষে উক্ত দলিলটিতে উপস্থিত ধনপতি হালদার এবং মনমোথা হালদারের স্বাক্ষর যাচাই করা সম্ভব নয় এবং স্বাক্ষরটিকে ৪ নভেম্বর, ১৯২৯ স্বীকৃত দলিলের সাথে তুলনা করা উচিত।

১২। ২৫ অক্টোবর, ২০০৫ বাদীরা ৪ নভেম্বর, ১৯২৯ দলিলের প্রবেশ সম্বলিত ভলিউমে উপলব্ধ ধনপতি হালদার এবং মনমোথা হালদারের আঙুলের ছাপের সঙ্গে ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ তারিখের দলিলের প্রবেশ সম্বলিত ভলিউমে উপস্থিত চিহ্নগুলির তুলনা করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন। প্রার্থনা করা হয়েছিল যে উপরোক্ত দুটি কাজের দুটি আঙুলের ছাপ বই এর আগে উপস্থাপন করা হোক শিক্ষিত আদালত। ১৫ মার্চ, ২০০৬, একটি আদেশে, উক্ত আবেদনটির

অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৫ই মার্চের এর ২০০৬ আদেশে বিজ্ঞ আদালত নথিভুক্ত করেছে যে, বিতর্কে প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য একজন আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রয়োজন ছিল। বাদীদের ৫ই এপ্রিল, ২০০৬ এর মধ্যে এলটিআই বইটি পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা ব্যর্থ হলে, অত্যধিক বিলম্ব এড়ানোর জন্য আদেশটি আলাদা করে রাখা হবে। এরপরে, ২০ এপ্রিল, ২০০৬ এর একটি আদেশের তারিখের মধ্যে, বাদীদের আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিস থেকে এলটিআই বইগুলি উপস্থাপন করা যায়। আবার, এলটিআই বইগুলি উৎপাদনের জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

১৩। একজন বিবাদী মারা গেছেন। প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং মৃত আসামীর উত্তরাধিকারী এবং আইনী প্রতিনিধিদের যুক্ত করার জন্য একটি নির্দেশনা পাস করা হয়েছিল। এটি প্রতীয়মান হয় যে প্রিজাইডিং অফিসারের স্থানান্তরের কারণে এবং একজন আসামীর মৃত্যুর কারণেও মামলাটি এগিয়ে যেতে পারেনি। ১০ই জুলাই, ২০০৯ বাদী দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি ডি. এস. আর-কে করিয়ারের মাধ্যমে নথি পাঠানোর নির্দেশের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল। ৩০ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আদালত রেকর্ড করেছে যে বেশ কয়েকবার জেলা রেজিস্ট্রিকে এল. টি. আই বইগুলি উপস্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই ধরনের কোনও বই উপস্থাপন করা হয়নি এবং ৪ নং আসামীর আইনজীবী ওয়ারেন্ট জারি করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ১৭ই নভেম্বর এর ২০০৯ বাদীরা জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় থেকে আরও সমন প্রাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে একটি স্বীকৃতি দাখিল করেন।

১৪। ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৯ একটি আদেশের মাধ্যমে আদালত নথিভুক্ত করেছে যে ১৫ই মার্চ এর ২০০৬ থেকে বাদীরা কোনও বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষার জন্য এল. টি. আই বইগুলি উপস্থাপন করতে অক্ষম ছিল। যে মামলাটি একটি স্থবির অবস্থানে পৌঁছেছে শর্ত। বাদীদের এল. টি. আই বই আনার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছিল,

কিন্তু উক্ত সুযোগটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। অতএব, আদালত খুঁজে পায় যে মামলাটি এলটিআই বইগুলি উপস্থাপনের অপেক্ষায় ঝুলে থাকা অবস্থায় রাখা যায় না। বাদীদের উক্ত প্রার্থনা সম্পর্কিত কোনও পদক্ষেপ নিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এরপরে, বাদীরা উক্ত আদেশটি প্রত্যাহারের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। ২৯ জানুয়ারী, ২০১০ একটি আদেশের মাধ্যমে, এলটিআই বইটি আহ্বান করার জন্য বাদীর আবেদন বিবেচনা করা হয়েছিল এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ আদেশটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

১৫। বাদীরা সংশোধনের জন্য আরেকটি আবেদন দায়ের করেন। এরপরে, বাদীরা বেশ কয়েকবার মুলতুবির জন্য আবেদন করেন এবং আদালত এই মতামত পোষণ করেন যে বাদীরা মামলাটি বিলম্বিত করছেন এবং বাদীদের কারণ দেখাতে বলেন বলে আদালত বিচারাধীন বলে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে। আদালতের আদেশ অমান্য করার জন্য ২৯ এপ্রিল, ২০১০ মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয় কারণ কোনও কারণ দর্শানোর আবেদন দায়ের করা হয়নি। মামলাটি তার মূল ফাইলে পুনরুদ্ধার করা হয় এবং নম্বরটি মালিকানা মামলা নং ১৫৩ এর ২০০৪।

১৬। আলিপুর ২৪ পরগনার (দক্ষিণ) অতিরিক্ত উপ-নিবন্ধক (রেকর্ড), আদালতকে জানান যে, ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ ২৬ নং খণ্ডটি কথিত দলিলের অনুলিপি এবং এলটিআই নং ৩৯৯১ এবং ৩৯৯২ এর মাধ্যমে এসআর মোগরাহাতের এলটিআই বইগুলি রেকর্ড রুম থেকে দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ ছিল এবং একটি সাধারণ ডায়েরি আলিপুর পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। অন্য কোনও বিকল্প খুঁজে না পেয়ে বাদীরা তাদের মামলা প্রমাণের জন্য আলিপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় থেকে ১৯৩১ দলিলের সূচক-১ এবং সূচক-২ আনার জন্য আবেদন করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য শুনে, বিজ্ঞ আদালত রায় দেন যে, যেহেতু ১৯৩১ সালের দলিলের সম্পাদন বাদীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের আওতায় ছিল না, তাই দলিলের সূচি-১ এবং সূচি-২ আনার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

১৭। অদ্ভুতভাবে, বাদীরা ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯ এবং ২২ নভেম্বর, ২০১৯ এ ১৯৩১ দলিলের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপির জন্য আবেদন করেছিলেন এ অভিযুক্ত দলিলের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি বাদীকে সরবরাহ করা হয়েছিল। অভিযুক্ত দলিল নং ২৬১৫ এর ১৯৩১ প্রত্যয়িত অনুলিপির একটি অনুলিপি পুনর্বিবেচনার আবেদনে "পি-৯" হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু নীচের আদালত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এর আদেশে পর্যবেক্ষণ করেছিল যে বাদী ১৯৩১ কথিত দলিলের কার্যকরকরণকে চ্যালেঞ্জ করেনি, তাই বাদীরা ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ সালের দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশোধনের জন্য আবেদন করেছিলেন।

১৮। ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ এর দলিল এবং পরবর্তী সমস্ত কাজ এবং সালের টাইটেল স্যুট নং ৮১৮ এর ১৯৪৭। মালিকানা মামলায় গৃহীত ডিক্রি সম্পর্কিত অনুরোধগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরও একবার একটি সংশোধনী চাওয়া হয়েছিল। উক্ত আবেদনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনুমোদিত হয়েছিল। সংশোধিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল এবং বিবাদীরা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছিল। আরও একবার, বাদীরা ৪ এপ্রিল, ২০২২ এ একটি আবেদন দায়ের করে যাতে জেলা রেজিস্ট্রিকে ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ এর দলিল এবং ৪ নভেম্বর, ১৯২৯, এর স্বীকৃত দলিলের এলটিআই বই পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে এটি বৈজ্ঞানিক মতামতের জন্য ডিআইজি, সিআইডি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো, ভবানী ভবন, আলিপুরে পাঠানো যেতে পারে। বাদীদের মতে, মামলার সাথে জড়িত বিষয়গুলির বিচারের জন্য প্রতিবেদনটি প্রয়োজনীয় হবে। অভিযুক্ত আদেশ দ্বারা, নীচের আদালত প্রত্যাখ্যান করেছে আবেদন।

১৯। এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে অভিযুক্ত আদেশটি নিম্নলিখিত অনিয়ম দ্বারা আক্রান্তঃ-

ক) ২৯ জানুয়ারী, ২০১০ আদেশের মাধ্যমে, নীচের আদালত আবারও বাদীদের অনুরোধের অনুমতি দেয় যে জেলা রেজিস্ট্রার, আলিপুরকে দুটি দলিল সম্পর্কিত এলটিআই বইগুলি উপস্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হোক। সুতরাং, ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৯ বাদীদের এই ধরনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে পূর্ববর্তী আদেশটি ২৯ জানুয়ারী, ২০১০ পরবর্তী আদেশ দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়।

খ) যে বিলম্বের প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ বাদীরা এলটিআই-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থনা করছিলেন।

গ) বাদীদের উপর এল. টি. আই বইগুলি উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক ছিল না, তবে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক সমন জারি করার পরে জেলা রেজিস্ট্রি তা উপস্থাপন করতে বাধ্য ছিল।

ঘ) আলিপুরের অতিরিক্ত উপ-নিবন্ধকের (রেকর্ড) প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে ১৯৩১ সালের দলিলের সেই খণ্ড নং। ২৬, এলটিআই বইয়ের ভলিউমটি অনুপস্থিত ছিল, এটি একটি সন্দেহের সৃষ্টি করে, কারণ বাদীদের পরবর্তীকালে ২২ নভেম্বর, ২০১৯ এ একই দলিলের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল। যেহেতু বিচার আদালত বাদীদের দুটি দলিলের এলটিআই বই, ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ তারিখের দলিল নং ২৬১৫ এবং ৪ নভেম্বর, ১৯২৯ দলিল নং ৫২৮, উপস্থাপন করার সুযোগ দিয়েছিল, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে আবেদনটি অনুমোদিত হওয়া উচিত ছিল। আলিপুরের জেলা রেজিস্ট্রিকে এর এলটিআই বইগুলি পেশ করার নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

চ) যেহেতু নিম্ন আদালত বাদীকে চাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল দুটি দলিলের এলটিআই বই উত্পাদন, দলিল নং ২৬১৫ হচ্ছে আগস্ট, ১৯, ১৯৩১ এবং দলিল নং ৫২৮, ৪ নভেম্বর, এর ১৯২৯, ন্যায়বিচারের স্বার্থে আবেদন করা উচিত ছিল। জেলা রেজিস্ট্রি, আলিপুরকে এলটিআই বই তৈরির নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল ১৯৩১, ১৯ আগস্ট তারিখের দলিল ২৬১৫ এবং দলিল নং ৫২৮

৪ নভেম্বর, ১৯২৯-র। বাদী পক্ষ যখন দলিলের তারিখের সার্টিফাইড কপি উপস্থাপন করেন ১৯ আগস্ট এর ১৯৩১ যা ২২ নভেম্বর বাদীকে সরবরাহ করা হয়, ২০১৯, ভলিউমগুলির প্রাপ্যতা সন্দেহ করা যায় না। এর সার্টিফাইড কপি ২০১৯ নভেম্বরে দলিলটি জারি করা হয়। এই আদালতের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এলটিআই বই পাওয়া যায়।

২২। তদনুসারে, পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত হয় এবং আদেশটি বাতিল করা হয়। নীচের আদালতকে আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা উপ-নিবন্ধককে ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ তারিখের ২৬১৫ নম্বর দলিল এবং ৪ নভেম্বর, ১৯২৯। ৫২৮ নম্বর দলিলের পূর্বোক্ত খণ্ড/এল. টি. আই বইগুলি পেশ করার জন্য সমন জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আদালত উপযুক্ত ও যথাযথ বলে মনে করলে কঠোর আদেশ জারি করা যেতে পারে। এটি জমা দেওয়ার পরে, এল. টি. আই বইগুলি বাদীদের অনুরোধ অনুযায়ী আঙুলের ছাপের (এল. টি. আই) তুলনার জন্য সরকারের উপযুক্ত বিভাগে পাঠানো হবে। প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনটি হবে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্বান আদালতে দায়ের করা হয়েছে।

২৩। এই ধরনের প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর, বিজ্ঞ আদালত আইন অনুসারে পদক্ষেপ নেবেন এবং নিজস্ব যোগ্যতা অনুসারে মামলাটি নিষ্পত্তি করবেন।

২৪। এখানে উপরের পর্যবেক্ষণগুলি সমস্ত অস্থায়ী এবং বিচারকে প্রভাবিত করবে না

২৫। এমতাবস্থায় পুনর্বিবেচনা আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

২৬। খরচের ব্যাপারে কোনো আদেশ থাকবে না।

২৭। পক্ষগুলিকে এই রায়ের সার্ভার কপিতে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(বিচারপতি,শম্পা সরকার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly